দৈনিক সংবাদ

তারিখ 03 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মির্জাপুরঃ ১৬ সহস্রাধিক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল), ৪ঠা আগষ্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— মির্জাপুর থানায় গত শিক্ষাবর্ষের তুলনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিশু-কিশোরদের ভর্তি-সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও চলতি শিক্ষাবর্ষেরও বিদ্যালয় গমনোপযোগী ১৬ সহস্রাধিক শিশু-কিশোর কোন প্রকার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বলে থানা শিক্ষা অফিসের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে।

থানা শিক্ষা অফিসের ওই সূত্রটি সম্প্রতি সমাপ্ত শিশু জরিপ সম্পর্কিত তথ্যের বরাত দিয়ে জানান যে, গত শিক্ষাবর্ষে এ থানার ১শ' ১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২২টি রেজিঃ প্রাথমিক এবং ৪টি আন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেখানে ৫৮ হাজার ৩শ' ৩২ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল। সেক্ষেত্রে চলতি শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয় গমনোপযোগী ৯১ হাজার ৮শ' ৮৬টি শিশু-কিশোরের মধ্যে এ থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তি হয়েছে ৭৫ হাজার ৪শ' ৫২ জন। এর মধ্যে বালক ৩৯ হাজার ৬শ' ১৫ জন এবং বালিকা ৩৫ হাজার ৯শ' ৩৭ জন বলে ওই সূত্রটি উল্লেখ করেন। শিশু-জরিপ সম্পর্কিত ওই তথ্য থেকে দেখা যায় যে, চলতি শিক্ষাবর্ষেও বিদ্যালয় গমনোপযোগী এ থানার ১৩টি ইউনিয়নের ২শ' ৩১টি গ্রামের ১৬ হাজার ৪শ' ৩৪ জন বালক-বালিকা কোন প্রকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিই হয়নি।

থানা শিক্ষা অফিস প্রদত্ত জরিপ তথ্য অনুযায়ী চলতি শিক্ষাবর্ষে এ থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিশুশ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ১৫ হাজার ৪শ' ৬৮ জন, প্রথম শ্রেণীতে ১৪ হাজার ৪শ' ৯৫ জন, ২য় শ্রেণীতে ১৩ হাজার ৩১ জন, ৩য় শ্রেণীতে ১২ হাজার ৯শ' ৯৮ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ১০ হাজার ১শ' ৭১ জন এবং ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে ৯ হাজার ২শ' ৮৯ জন।

বেশ-কয়েক বছর হল দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করা হয়েছে। তারপরও কেন এত ব্যাপক সংখ্যক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশু-কিশোর কোন প্রকার বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি জানতে চাওয়া হলে থানা শিক্ষা অফিসের একজন দায়িত্বশীল সূত্র 'সংবাদ'কে জানান যে, আমাদের দারিদ্র এর জন্য মূলত দায়ী। এছাড়া থানার সবগুলো গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। ফলে যেসকল শিশু-কিশোরের বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব একটু বেশি, সে সকল বাড়ির শিশু-কিশোররা এই দূরত্বের জন্যও বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া থেকে বিরত থাকছে বলে ওই সূত্রটি উল্লেখ করেন। তাছাড়া প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোরদের সাধারণ বিদ্যালয়ে ভর্তি করার সুযোগ নেই। এই প্রতিবন্ধী শিশু-কিশোররাও না পড়ুয়ার সংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি কারণ বলে ওই সূত্রটি জানিয়েছেন।